দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 02 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

77

ঢাকা ভার্সিটি পরিবেশ পরিষদ সভা ঃ কোন সিদ্ধান্ত হয়নি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিরেশ পরিষদের সভায় মঙ্গলবার ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তবে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পরিষদের সভা পুনরায় বসবে। ঐ বৈঠকে ডাকসু নির্বাচন, হলের

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা ভার্সিটি পরিবেশ পরিষদ সভা

আবাসিক সমস্যা, ক্যাম্পাসের অন্যান্য বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের সভাকক্ষে মঙ্গলবার বিকালে অনুষ্ঠিত এ সভায় ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (শা–পা)সহ গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সকল হলের প্রভোস্ট উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অফিসার, কর্মচারীদের সন্তানদের ভর্তি কোটা নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় সকল ছাত্র সংগঠনই এই ভর্তির তীব্র বিরোধিতা করেন।

ছাত্রদল সভাপতি ফজলুল হক মিলন বলেন, এই নতুন নিয়ম যদি বহাল থাকে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কমে যাবে।

২০ জন মেধাবী ছাত্রের ভর্তির বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হলে ছাত্রলীগ (শা–পা) নেতৃবৃন্দ ২০ জন ছাত্রকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হলে ছাত্রলীগ (শা–পা) সাহায্য করবে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ভর্তির বিরোধিতা করবে। ছাত্রদলের সভাপতি তার বক্তব্যে ছাত্রলীগ (শা–পা) নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদ করে বলেন, বর্তমানে দেশের মেধা পাচারের বিরুদ্ধে সবাই যখন সোচ্চার সেখানে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের মেধা পাচারে সহযোগিতার প্রস্তাব কিছুতে মেনে নেয়া যায় না।

স্যার এ এফ রহমান হলের একজন ব্যক্তির মৃত্যুর প্রসঙ্গ উঠলে হল প্রভোস্ট প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ বলেন, এধরনের ঘটনা হলে হয়েছে কিনা তার জন্য টিউটর প্রফেসর আনিসুজ্জামানকে দিয়ে ১ সদস্যের ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি গঠিত হয়েছে। আজ বুধবার কমিটি রিপোর্ট দিলে ঘটনা জানা যাবে। তিনি বলেন, এধরনের কোন ঘটনার কথা হলের কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী আমাকে জানায়নি, আমি পত্রিকার রিপোর্ট পড়ে কমিটি গঠন করেছি। এছাড়া বিভিন্ন হলে সিট বন্টন নিয়ে ছাত্রলীগ (শা–পা) সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, ছাত্র ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক আসলাম খান, গোপাল সাহা, জিয়াউল জিয়া, রেজাউল হক রেজা বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন। এসব বক্তব্যের জবাব দেন যথাক্রমে শেখ মুজিব হলের প্রভোস্ট প্রফেসর আবুল কালাম মঞ্জুর মোর্শেদ, এফএইচ হলের আহাম্মদ ইসমাইল মোস্তফা, শহীদুল্লাহ হলের প্রফেসর শফিকুর রহমান চৌধুরী, জগন্নাথ হলের জগদীশ চন্দ্র শুক্লাদাস, কুয়েত মৈত্রী হলের ডঃ জাহান আরা।

সভায় ডাকসু নির্বাচনের দাবী করে বক্তৃতা করেন এ বি এম মোশাররফ হোসেন। ভিসি বলেন, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পুনরায় সভা বসবে। সে সভায় এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। ছাত্রলীগের কর্মসূচী থাকায় গতকাল সভায় নির্দিষ্ট কোন তারিখ নির্ধারিত হয়নি।